সংবাদ

30 NOV 2014
তারিখ 30 NOV 2015
পৃষ্ঠা ...

দুর্গাপুরের সরেজমিন প্রতিবেদন

আদিবাসী শিশুদের স্কুলে যাওয়ার হার আশানুরূপ নয়

● অনেক এলাকায় কোন স্কুলই নেই

সেবিকা দেবনাথ, নেত্রকোনা থেকে ফিরে

অভিভাবকদের সচেতনতায় নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার শিশুদের স্কুলে যাওয়ার হার বেড়েছে। তবে এলাকার ও স্কুলের অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে এই হার এখনও আশানুরূপ নয়।

সম্প্রতি ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) আয়োজিত 'শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় 'উপজাতি শিশুদের শিক্ষা এবং নারী স্বাস্থ্য' বিষয়ের ওপর নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার কয়েকটি এলাকায় সরেজমিনে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

দুর্গাপুর উপজেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার তারিক সালাউদ্দিন সংবাদকে বলেন, দুর্গাপুর এলাকায় এখনও এমন এলাকা রয়েছে যেখানে কোন স্কুল নেই। স্কুল দূরে হওয়ায় এবং যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না থাকায় অনেক অভিভাবক তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠাতে চান না। স্কুলে শিক্ষক সংকট, আসবাবপত্রের অভাবও শিশুদের স্কুল বিমুখ করছে।

আদিবাসী শিশুদের স্কুলে যাওয়ার হার আশানুরূপ নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, চলতি বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ৩ হাজার ৬৮৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এরমধ্যে আদিবাসী শিশুর সংখ্যা মাত্র ২৪৫ জন। এ থেকেও বোঝা যায় আদিবাসী শিশুরা এখনও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তারিক সালাউদ্দিন বলেন, অভিভাবকদের

আদিবাসী : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

আদিবাসী শিশু

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সচেতন করতে এলাকায় অভিভাবক সমাবেশ, মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক করা হয়। সেখানে স্কুল শিক্ষক, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারাও উপস্থিত থাকেন।

দুর্গাপুর উপজেলার তথ্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, ১ লাখ ৯৮ হাজার ২৬০ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদিবাসী (গারো ও হাজং) রয়েছে ২৯ হাজার ৭১১ জন। এখানে শিক্ষার হার ৬৫ ভাগ। আর আদিবাসীদের শিক্ষার হার ৩৩ দশমিক ২৯ ভাগ। দুর্গাপুর উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক স্কুল ৫৮টি, বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে ২২টি। সরকারি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ২টি, বেসরকারি ১৬টি এবং নিম্নমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে ১১টি।

দুর্গাপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম জানান, আদিবাসীদের জন্য আলাদা কোন স্কুল এই এলাকায় নেই। এলাকার মিশনারী স্কুলে আদিবাসী শিশুদের সংখ্যা বেশি। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না থাকায় অনেকে অভিভাবকই তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চান না। সরকারি কিংবা স্থানীয় উদ্যোগে শিশুদের 'মিড ডে মিল'-এর ব্যবস্থা করতে পারলে দরিদ্র পরিবারে শিশুদের কিছুটা হলেও স্কুলমুখী করা সম্ভব। এলাকার মিশনারী স্কুল সেন্ট জেভিয়ার্স প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বিজলী আগাক্রা জানান, কেজি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩৭৫ জন শিক্ষার্থী। এরমধ্যে প্রায় তিনশ জনই আদিবাসী।

তিনি বলেন, এলাকায় আদিবাসী শিশুদের বিদ্যালয়ে আসার হার বাড়লেও বাবা-মার আর্থিক অস্বচ্ছলতা, সচেতনতার অভাবে ঝরে পড়ার হারও কম নয়। স্কুল থেকে ঝরে পড়া আদিবাসী ছেলে শিশুরা সীমান্ত এলাকা বিজয়পুর, ভবলাবাড়ি, বাদামবাড়ি, ভবানীপুর এলাকায় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আর মেয়ে শিশুরা শহরে গৃহকর্মে ও পার্লারের বিভিন্ন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে। আদিবাসী শিশুদের স্কুল বিমুখ হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলা ভাষায় আদিবাসী শিশুদের সাথে সঠিকভাবে সম্পর্কের উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া গারোদের নিজস্ব বর্ণমালা না থাকায় ভাষাগত সমস্যার কারণেও আদিবাসী শিশুরা স্কুলমুখী হচ্ছে না। এলাকার শিশুদের স্কুলমুখী করতে চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গও ভূমিকা রাখতে পারেন বলেও মনে করেন তিনি।

দুর্গাপুর উপজেলার বাকালজোড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম বলেন, দরিদ্র মানুষের পক্ষে এক বেলার খাবার জোগাড় করাটাই অনেক কষ্টকর। তারা মনে করে পড়ালেখার পরিবর্তে কাজে গেলে সংসারে কিছু টাকা পয়সা আয় হবে। সরকারের সহায়তায় ও স্থানীয় উদ্যোগে যদি স্কুলে শিশুদের খাবার দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হবে গরিব অভিভাবকরা।